সম্পাদকীয় ভূমিকা

এই সংখ্যার প্রস্তুতিকালে, মাহে রমজান ও ঈদুল ফিতরের আবহাওয়ার মধ্যে, গত ১ জুলাই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় ঢাকার গুলশানে। বিভিন্ন জঙ্গি-সন্ত্রাসী হামলা এবং এসব নিয়ে নানা সত্য-অসত্য প্রচারণা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে দেশে। কিন্তু দেশের আবাসিক এলাকার মধ্যে সবচেয়ে সুরক্ষিত, দেশি ধনিক এবং বিদেশি দূতাবাসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার এলাকায় এ রকম নারকীয়তা অচিন্তনীয় ছিল; এর নৃশংসতা মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। এই ভয়ংকর ঘটনার কয়েক দিন পরেই ঈদ ছিল, সেদিন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় দেশের বৃহত্তম ঈদের জামাতেও হামলার ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, এর কয়েক দিন আগেই সরকার সন্ত্রাস দমনের নামে সারা দেশ থেকে ১৫ হাজার মানুষকে পাইকারিভাবে আটক করেছিল।

আইএসের দায় স্বীকার করা ১ জুলাইয়ের নৃশংস ঘটনার পর আবারও বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে সন্ত্রাস দমনে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ। এসব ঘোষণা নতুন নয়, এর সাথে 'নিরাপত্তা' বৃদ্ধির নানা কর্মসূচি গত দেড় দশকে বারবারই দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ বিষয়ে বাংলাদেশের নানা চুক্তি আছে, আছে নানা কর্মসূচি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, সন্ত্রাসবাদ দমনে 'সামর্থ্য বাড়াতে' বাংলাদেশকে প্রশিক্ষণ সহায়তা, তথ্যবিনিময় এবং অস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি কার্যক্রম সমন্বয়ে এফবিআই, সিআইএ ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দায়িত্ব পালন করছে কয়েক বছর ধরেই। ভারতের সাথেও 'সন্ত্রাস দমনে' বাংলাদেশের আছে জানা-অজানা নানা চুক্তি ও যৌথ ব্যবস্থা। আবার সন্ত্রাস দমনে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ ভারতও। পাকিস্তান বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'সন্ত্রাস দমন' কার্যক্রমে সক্রিয়, এর মধ্য দিয়েই পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসের লীলাভূমি। সম্প্রতি সৌদি আরব সন্ত্রাস দমনে জোট করেছে, তার মধ্যেও বাংলাদেশ আছে।

২০০১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু হয় বিশ্বজুড়ে। এর আগেই আফগানিস্তানে সেক্যুলার সরকার উচ্ছেদ করে মুজাহিদীনদের বসিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারপর এনেছে তালেবানকে। ইরাক, লিবিয়া এই মডেলেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ১০ লক্ষাধিক নারী-পুরুষ-শিশু নির্মমভাবে নিহত হয়েছে; খুন-নির্যাতন অবিরাম বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সিরিয়ায় সরকার পরিবর্তনে 'জঙ্গি'-'সন্ত্রাসী' বিভিন্ন বাহিনীকে মদদ দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি আরব-ইসরায়েল। এসবের মধ্য দিয়ে আইএসসহ বর্বর জঙ্গি বাহিনীর বিস্তার ঘটেছে। সে কারণে কে সন্ত্রাসী, কে সন্ত্রাসে মদদদাতা আর কে তার দমন চায়– সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

বাংলাদেশেও বিভিন্ন নামে জঙ্গি তৎপরতার বিস্তার ঘটেছে গত দেড় দশকে। এদের দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' মডেলে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। সাথে আছে ভারত-পাকিস্তানও। এই মডেলে প্রবেশের অর্থ যে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীর বর্ধিত পুনরুৎপাদন এবং সন্ত্রাসের চিরস্থায়ীকরণ, তা আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই দেখছি। এই জঙ্গি-সন্ত্রাসী মোকাবিলার কথা বলে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বেড়েছে, গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করে নিপীড়নমূলক শাসনের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশে রূপপুর, সুন্দরবনবিনাশী রামপাল প্রকল্পসহ বিভিন্ন সর্বনাশা চুক্তিতে দেশকে আটকে ফেলাসহ দখল, লুণ্ঠন, খুন, গুম, ভোট ডাকাতিসহ যথেচ্ছাচার তৎপরতা আড়াল করতে সরকারের জন্য জঙ্গি ইস্যু খুবই সুবিধাজনক হয়েছে। যা হোক, ইসলামের নামে বিভিন্ন জঙ্গি তৎপরতা বিষয়ে আগেও আমরা দেশ-বিদেশের বিশ্লেষণধর্মী লেখা প্রকাশ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় গুলশান হামলাকে কেন্দ্র করে দুটি লেখা প্রকাশিত হলো।

বাঁশখালীতে বাংলাদেশের এস আলম গ্রুপ এবং চীনা কোম্পানির যৌথ উদ্যোগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে গিয়ে প্রতারণা, জালিয়াতি ও জোরজুলুম এখনো অব্যাহত। চারজন প্রতিবাদী মানুষকে হত্যার পর এলাকায় এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ আরো জোরদার হয়েছে। দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখতে গিয়ে পুরো অঞ্চলকে অবরোধ করে বানানো হয়েছে জেলখানা। এলাকায় সরেজমিন অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে রচিত 'বাঁশখালীর সাইরেন' শীর্ষক লেখায় এই চিত্রের পাশাপাশি অবরুদ্ধ জনগণের প্রতিক্রিয়া জানা যাবে।

গত ২ জুন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট পেশ করে ৩০ জুন তা পাস করা হয়েছে। বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ ধরে সরকারের দাবি এবং বাস্তব চিত্রের একাংশ পর্যালোচনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। সমগ্র বাজেটের বাগাড়ম্বর এবং তার প্রকৃত চিত্র বোঝার জন্য এটি সহায়ক হবে।

আগামী ২৬ আগস্ট ঐতিহাসিক ফুলবাড়ী প্রতিরোধের এক দশক পূর্তি হচ্ছে। গত এক দশক বিজয়ের ওপর দাঁড়িয়ে জনগণের প্রতিরোধ জারি থাকার পেছনে অসংখ্য মানুষের ভূমিকা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে প্রকল্প এলাকার মানুষ। পাশাপাশি এর সপক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন মানুষের সক্রিয়তা, ছোটবড় অসংখ্য প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, লেখালেখি, একের পর এক চক্রান্ত মোকাবিলা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মাঠের অবিরাম লড়াই–সবই সামগ্রিক বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ সংখ্যায় প্রতিরোধের প্রেক্ষাপট ও গণ-অভ্যুত্থানসহ প্রথম বছরের ঘটনাবলি এবং সেই সঙ্গে কয়লানীতি, রাষ্ট্র-ব্যবসা আঁতাতের স্বরূপ, জ্বালানি খাতকে কেন্দ্র করে দেশি-বিদেশি ক্ষমতাবানদের রাজনীতি, জনভিত্তির গুরুত্ব এবং এশিয়া এনার্জির জনসংযোগ তৎপরতার ধরন নিয়ে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হলো। এই সাথে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত প্রভাব এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে দুটি ভিন্ন লেখা থাকছে।

এ সংখ্যায়ও সংবাদপত্রের নির্বাচিত প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হলো।

২৪ জুলাই ২০১৬